সংবাদ

৭৪

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৭

২৯শে আগস্ট পর্যন্ত ঢাঃ বিঃ বন্ধ ঘোষণা

উপাচার্যের পদত্যাগ ঃ হল দখলের পাল্টা চেষ্টা, গুলি বিনিময়, আহত ১

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা।। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (শা–পা) বন্দুকযুদ্ধে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল জিয়া হল শাখার নেতা বশির উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন হলে অবস্থান এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ গতকাল পদত্যাগ করেছেন। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রদল আজ রোববার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিরাম ধর্মঘট এবং আজ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডেকেছে। ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ছাত্রদলের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মুহসীন হল পুনর্দখলের চেষ্টাকালে গতকাল শনিবার আবারো ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। দু'দলের মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধে কমপক্ষে ২৫ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়েছে এবং ১ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এ সময় ১০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির চরম অবনতি হওয়া সত্ত্বেও আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করার প্রতিবাদে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ তার ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল দুপুরে উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। উপাচার্য ও প্রক্টর ছাড়াও ৬টি হলের প্রভোস্টও পদত্যাগ করেছেন।

মুহসীন হলের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা গত বুধবার রাতে ছাত্রলীগে যোগ দেয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত এ হলটি ছাত্রলীগের দখলে চলে যায়। এ হলটিকে পুনরায় নিজেদের দখলে আনার লক্ষ্যে গতকাল ভোর ৫টায় ছাত্রদল সশস্ত্র অবস্থায় হলে আক্রমণ চালায় এবং দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভোর ৫টার দিকে ছাত্রদলের কয়েকজন সশস্ত্র কর্মী চারুকলা ইনস্টিটিউট ও লেকচার থিয়েটারের মাঝ দিয়ে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সম্মুখস্থ মল চত্বরে প্রবেশ করে। তারা মল চত্বর থেকে গুলি করতে করতে আইইআর ভবনের ভেতর দিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে মুহসীন হলে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। এ সময় মুহসীন হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা পাল্টা গুলি চালায়। দু'পক্ষে ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং এ সময় পুলিশ প্রায় ১০ ঢাঃ বিঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ঢাঃ বি ঃ বন্ধ ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ছাত্রলীগ ও পুলিশের যৌথ প্রতিরোধে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা লেকচার থিয়েটারের সামনে দিয়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাবার সময় জিয়া হলের ছাত্রদলের সহ–সভাপতি বসিরউদ্দিন আহমেদ হাওলাদার গুলিবিদ্ধ হয়। মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, পেটে ও বাম হাতে দু'টি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বসির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ক্যাম্পাসে গুজব রয়েছে যে, সূর্যসেন হলের ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মামুনসহ তার গ্রুপ ছাত্রলীগে যোগ দিতে পারে। আর মামুন ছাত্রলীগে যোগ দিলে এ হলটিও ছাত্রদলের হাত ছাড়া হয়ে ছাত্রলীগের দখলে চলে যাবে। তাই এ হলটিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীরা। সূত্র জানায়, মামুনকে সব সময় সশস্ত্র প্রহরায় রেখেছে ছাত্রদল।

ছাত্রলীগের সমর সাজে

এদিকে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে গতকাল শনিবার দুপুর ২টার সময় জগন্নাথ হলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। জগন্নাথ হল থেকে বিতাড়িত বর্তমানে শহীদুল্লাহ হলে অবস্থানকারী 'বহুজাতিক' গ্রুপ হিসেবে পরিচিত এ গ্রুপটি একটি বেবিট্যাক্সিযোগে জগন্নাথ হল এলাকায় আসে। তারা উত্তর পাশের গেট দিয়ে হলের ভেতর পরপর ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়ে। এ সময় হলে অবস্থানরত গ্রুপটি ধাওয়া করলে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে তারা বেবিট্যাক্সিযোগেই আবার দ্রুত পালিয়ে যায়।

উপাচার্যের পদত্যাগ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ গতকাল পদত্যাগ করেছেন। গতকাল দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তিনি লিখিতভাবে এ পদত্যাগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে পাঠিয়েছেন। গত ২২শে আগস্ট এক বিবৃতির মাধ্যমে উপাচার্য জানিয়েছিলেন যে, ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা যেসব হল দখল করেছে তারা সেসব হল থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি চলে না যায় তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাই তার ঘোষণা অনুযায়ী তিনি গতকাল পদত্যাগ করলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ১৯৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস কর্তৃক ৪ বছরের জন্য উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। উপাচার্যের পদত্যাগের সাথে গতকাল জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এরশাদুল বারী ও ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবদুল কাদেরও পদত্যাগ করেছেন।

গত ২২শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন। এছাড়াও গত ৩/৪ দিনে আলাদা আলাদাভাবে ৪টি হলের প্রভোস্টগণ পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগকারী প্রভোস্টগণের মধ্যে রয়েছেন এফ রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, জসীমউদ্দীন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক শেখ মোঃ শহীদুল্লাহ, শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মোঃ শফিকুর রহমান এবং মুহসীন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবুল হাসেম।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ও নতুন প্রক্টর হিসেবে কাউকে নিয়োগ বা দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বাকি ৬টি হলের পদত্যাগকারী প্রভোস্টদের পরিবর্তেও কোন নতুন প্রভোস্টের নিয়োগ বা কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী ও সকল প্রশাসনিক কাঠামো এখন নেতৃত্বহীন।

২৯ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতির মাধ্যমে গতকাল জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ২৯শে আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এসব পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীকালে জানানো হবে।

বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল শনিবার বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিদানকারী দল ও সংগঠনসমূহের মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাসাস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।